গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১

বিষয়ঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ২১/০৭/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)'র ১ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: কে এম আব্দুস সালাম সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
সভার তারিখ	: ২১/০৭/২০২০ খ্রি:

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হ'ল।

উপস্থাপনাঃ

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি কমিটির সদস্য সচিব ও প্রকল্প পরিচালককে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচনা শুরু করার আহবান জানান। সভাপতির নির্দেশক্রমে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের নিম্নোক্ত মূল কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

২. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ৬৪৫টি রেডিমেড গার্মেন্টস কারখানার কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরুপন, ২৯৮টি প্লাস্টিক ও ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানার কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক, অগ্নিনিরাপত্তা এবং পেশাগত ঝুঁকি নিরুপন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ৪৭১২.৫৭ লক্ষ (সাতচল্লিশ কোটি ১২ লক্ষ) (জিওবি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৯/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে ৫৪৫. ০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভা কে অবহিত করেন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ঝুঁকি নিরুপনের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। প্রারম্ভিক কাজ হিসেবে বিভিন্ন জেলা অফিস থেকে কারখানাসমূহের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বুয়েটের সহযোগিতায় ঝুঁকি নিরুপনের চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে।

৩. **আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ** সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৩.১	সভায় প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক পিআইসি সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা পিএসসি সভায় অনুমোদনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা গ্রাফ আকারে (পাই চার্ট/বার চার্ট ইত্যাদি) মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি'তে প্রেরণের জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা পিআইসি সভার অনুমোদনের পর পিএসসি সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়
৩.২	প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুকূলে চলতি বছরে এডিপিতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটি	চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে

	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হলে অতিরিক্ত ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে । অতিরিক্ত এ অর্থ সংস্থানের জন্য পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেয়া হয় ।	হবে । প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে উদ্যোগী হবেন।
৩.৩	সভায় ডিপিপিতে উল্লিখিত পিএসসি ও পিআইসি সভার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সভা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত পিএসসি ও পিআইসি সভার আয়োজন করতে হবে।
৩.৪	প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩ কিস্তিতে একত্রে ছাড়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয় ।	চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩ কিস্তিতে একত্রে ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে । প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিবেন ।
৩.৫	প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দের ভিত্তিতে ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮, পিপিএ ২০০৬, অর্থ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা এবং পরিকল্পনা কমিশনের গাইড লাইন অনুসরণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয় ।	প্রকল্পের ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮, পিপিএ ২০০৬, অর্থ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা এবং পরিকল্পনা কমিশনের গাইড লাইন অনুসরণ করতে হবে।

০৪। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩/০৭/২০২০

(কে এম আব্দুস সালাম)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি